প্রকাশ : ১৩৬২ আশ্বিন

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
নব সাহিত্য প্রকাশনী
১২৮/১এ রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-সাতলক্ষ নয়

মুদ্রক
জি. ডি. এনটারপ্রাইজ
২৯, শীতলাতলা রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৩৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচি

অবস্থান

ফুলের ঘায়ে যাঁরা মূর্চ্ছা যান
তাঁরা ভোরে ওঠেন না
পাছে ফুল ফোটা দেখতে হয়

স্ফুলিঙ্গে যাঁদের গায়ে ফোস্কা পড়ে
তাঁরা ভোরে ওঠেন না
পাছে সূর্যোদয় দেখতে হয়

যাঁরা ফুলে নেই
স্ফুলিঙ্গেও নেই
তাঁরা ফ্রিজে থাকেন
এবং
এমন মাংসপিণ্ডেরই সর্বাঙ্গ চাটেন
যার প্রসব বেদনার রং বরফের মত বিবর্ণ

এখন যেমন

ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে
অন্ধকার ! অন্ধকার !
এখন হাঁটা নিষেধ,
কথা নিষেধ,
মেরুদণ্ড সোজা কোরে রক্ত চলাচল
স্বাভাবিক রাখা নিষেধ
যেহেতু এই মুহূর্তে সিংহাসন জাঁকিয়ে
একটি কর্মঠ সরকার।

এখন থেকে যা বলবে, সেই-ই।
যা কোরবে সেই-ই।
গলায় পা রেখে স্বচ্ছন্দ হাঁটায়
কোন কাঁটাই আর বেঁধবার নেই,
কারণ বিশ্বশান্তির খসড়া তার কোমড় জুড়ে

শান্তির শর্ত উৎপাদন,
উৎপাদনের শর্ত শৃঙ্খলা,
শৃঙ্খলার শর্ত চাবুক,
চাবুকের শর্ত শরীর—
দুটো হাত ছাড়া সব কিছুই যার বাহুল্য।
তাই পায়ের বদলে ক্রাচ,
জিহ্বা অসাড়,
উৎপাদন-বিমুখতার জন্য যার শাস্তি
দীর্ঘস্থায়ী অনাহার।

মহান শান্তির জন্য মহত্তর শাস্তির বিধান
না ভাঙ্গলে মুক্তি নেই।

ছুটি

গভীর রাতে অন্ধকারের ভ্রূকুটি
সয়ে গেলেই মাঝরাত্তিরে ছুটি।
তখন ঘরের বাইরে এলেই রোদ
জংলা পথও দিব্যি পরিষ্কার
মনের ভেতর লুকিয়ে রেখে ক্রোধ
চিনে নিলে সঠিক হাতিয়ার
দেখবে কেমন সহজ কঠিন মুঠি।

ঐ মুঠিতে পাহাড়প্রমাণ জোর
যতই পড়ুক বেয়নেটের খোঁচা
তকমা আঁটা ইউনিফর্মকে বোঝা ?
তুচ্ছ অতি কাটলে ঘুমের ঘোর।

আসল পাজি তন্দ্রা অসময়ে।
যেই হাসিতে তাকে টানো কাছে
যেই আবেগে তাহার বুকে মুখ
লুকিয়ে রেখে খুঁজতে থাকো সুখ
তাতে তোমার মুক্তি লেখা নেই
অমন হাসি শহর জুড়ে আছে।

হাসি হবে সড়কিফলার মতো—
যেন বেঁধে হৃদয় নিদ্রাগত।

গভীর রাতে অন্ধকারের ভ্রূকুটি
কাটিয়ে উঠতে পারলে তবেই ছুটি।

অন্ত্যেষ্টি

যে ভদ্রলোক গত রাতে মারা গেলেন
এদ্দিন কেউ জানতো না তাকে।
কাঁচঘরে সটান মৃতদেহটা দেখে জানলো।
আকণ্ঠ কাপড় জড়ানো, ফুলে-মালায় সম্বর্ধিত একটা শরীর
বেঁচে থাকতে যার উপর নজর দেওয়াটা
মনে হয়েছিল বাহুল্য
এবং নিতান্তই অসামাজিক।

আজ তার শয্যার উপরে উপচে পড়ছে ভীড়।
জানলা-দরজায়, পথে-পথে কেবল অগুন্তি কৌতূহলী মুখ।
মেয়েরা এই প্রথম তাকে ভালোবাসলো,
শিশুরা তো ভেবেই নিয়েছে
সবটুকুই একধরণের মজার খেলা
আর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর লোকেরা
নির্বোধের মতো বারবার মাথার সামনে
নিভে যাওয়া ধূপকাঠিতে আগুন ধরাচ্ছে।
এইভাবে ভালোবাসতে বাসতে মেয়েরা,
ছেলেরা খেলাচ্ছলে,
আর বুদ্ধিমানেরা একা একা
নিভে যাওয়া ধূপকাঠিতে কেবল আগুনই দেবে
যতক্ষণ না শ্মশানে পৌঁছোয় শরীর।

পৌঁছোলেই,
একজন বুকের কাপড়টা টেনে ঠিক নাকের উপর রাখবে
পাছে ভুরভুরে সেদ্ধ মাংসের গন্ধে
মৃতদেহের শান্তিভঙ্গ হয়।

সুকান্তকে মনে রেখে

ছেলেটাকে সবাই ভালোবাসতো এই জেনে যে
সে সবাইকে ভালোবাসে।
তাই যেদিন তার মরার সময় এলো
সেদিন শববাহকের অভাব হয়নি শহুরে।

মহিলা নার্সটি,
যিনি গতরাত্রে তার কষ বেয়েপড়া রক্ত
মুছে নিয়েছিলেন শাড়ীর আঁচলে,
মাথার সামনে বসে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে
ছেলে--ভুলোনো গল্প করেছিলেন,
কিংবা সেই ছাত্রটি
সুকান্তর কলম যাকে টেনে নামিয়েছে রাস্তায়,
অথবা একটা লোক
যার হাতে রোজগারের পুরো টাকাটা তুলে দিয়ে
বলে আসা হয়েছিলো—
"তোমার খোঁজ দিতে হবে না,
কেমন থাকো আমিই খোঁজ নিয়ে যাবো সময়ে অসময়ে"
লক্ষ্মী ব্যাংকের ছোটোবাবু,
মৃতের কাছে যার একটি পয়সাও পাওনা নেই--
এবং ইনসিওরেন্সের সেই এজেন্ট
যিনি ছেলেটির পেছনে দিনের পর দিন
হন্যে হয়ে ঘুরেই মরেছেন শুধু,
তাঁরাও এসেছিলেন শ্মশানে।
চিতা থেকে অনেক তফাতে দাঁড়িয়ে
নিভৃতে পূজো করেছেন তাঁদের দেবতাকে।

এই যে সহস্র লোক,
বিভিন্ন পেশার ও নেশার,
তাঁরা কেউ একবারের জন্যও ফুঁপিয়ে ওঠেনি।
কেননা তাঁদের সকলেরই কষ্ট গিয়ে পৌঁছেছিলো
প্রতিজ্ঞায়,
স্নেহ—শ্রদ্ধায়,
ভালোবাসা—অক্ষয় শক্তিতে।
শবদেহে মালা দেবার সময়
কারো হাত একটুও কাঁপেনি
যেহেতু তাকে আর সন্দেহই করেননি কেউ।
সবাই মেনে নিয়েছেন,
তিনিই জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু,
জীবনের নিষ্ঠাবান কর্মী।

নিশ্চয়ই তিনি তাই।
কারণ, কোথাও তাঁর নিন্দে হয় না।
নিষ্ঠার অভাব হলে
আমরা কখনই তাঁর
নিন্দে কোরতে ভুলে যেতুম না।

কবিগুরুকে মনে রেখে একটি অসম্পূর্ণ কবিতা

রাজর্ষিজনেরা এইভাবে দূরে চলে যায়
মাথার মুকুট রেখে
প্রজাদের পায়ের নিকটে।
রাজ্যের লোভ যাঁর নেই-এ জগতে সে-ই রাজা
তাঁরই পূজা ঘরে ঘরে
তাঁরই ক্রোড় শিশুদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

যেদিন জেনেছো তুমি এ গ্রহের ভাষা ভালো নয়
লোকেরা বর্বর, মিথ্যাচারী,
ছলন-নির্ভর প্রতি পদক্ষেপ,
ভাবেরা অন্ধকারে মধ্যযুগ ভালোবাসে,
ক্লেদাক্ত কৌপিনে ঢাকা সমস্ত শরীর,
সেদিনই অর্থহীন মনে হোলো গজদন্ত মিনার
অনেকবারের মতো আরও একবার ভীষণ অপ্রিয়-
তবু,
যেখানে তোমার শুরু
সেখানেই আজও সব স্থির
ব্যবধান রইলো বহাল।
যেমন দেখেছো তুমি তোমার সময়ে
আজও সে তেমন
এই বোধ এখনও নিবিড় মনে মনে।

তবু ভাগ্য, ভাষা এলো ঠোঁটে,
এলো গান,
উলঙ্গ শরীরে এলো কথার বুনন আবরণ হয়ে।

জীবেরা রইলো জীব।
হীনস্বার্থ নিরাপদে ঠাঁই খুঁজে নিলো
রক্তের গোপনে।

দেবতার জ্ঞানে,
তোমার বিগ্রহ রইলো স্পর্শের অতীত।

আজ এই উৎসবের দিনে আমরা অনেকে আছি—
তাবৎ বিদগ্ধজন।
একটু সময় কোরে চুপি চুপি নেমে এসো
জনতার ভীড়ে।
দেখে যাও,
তোমাকে দেবতা জেনে
কোন প্রহসন আমাদের মনের গোপনে
খেলা করে
এতো আয়োজন আজ কিভাবে যে আমাদের
ঋণী কোরে রাখে চিরকাল।

দুরন্ত

নমস্কার।
আপনাকে একটা কথা বলবো ?
দেহের ভেতর অন্য দেহ—খবরদার,
এ সব কথা তার কানেতে না যেন যায়।
অনেক ব্যথা
জমাট বাঁধা এ বুকটাতে,
এই মাথাটা ঠুনকো ফাঁকা সেই তুলনায়,
তাই তো হারি যে যুদ্ধে যাই।
এক ক্রোশ পথ পেরিয়ে শেষে
বৈঠকী বোধ সাজিয়ে নিয়ে
ন্যূজদেহে ঘরে ফিরি।

বয়স বাড়ে এমনি কোরে।
চোখের আলো ক্ষীণ থেকে হয় ক্ষীণতর,
মাথার কেশে পাক ধরে যায় ;
অর্থহীন এক বোঝার মতো এ সংসারে।
মুন্সিয়ানার এতই অভাব
এ চাহনি তাও যেন আজ অপাঙক্তেয়
এক অক্ষরও।
বয়স যখন অল্প ছিলো
এ মন তখন কাঁচা সোনা,
একটু কোমল মিষ্টি স্বরে,
যেই চাইতো
তাকেই দিতাম দয়া কোরে।
(দেখবেন, এ গোপন কথা,

দু'কান যেন না হয়ে যায়)
শক্ত সবল মাংসল বুক।
বৃটিশ যখন এ মাটিতে ছাড়ি ঘোরায়
ভাবতে পারেন, সে সব দিনে
এই শরীরের মূল্য কতো ?

আর আজ অপাঙক্তেয়।
জঞ্জাল সব, আবর্জনা···
দেহের টানে কেউ আসে না ইষ্টিশানে।
খাঁ খাঁ করা লোকজনহীন, শ্মশানপুরীর ওই মশানে
আর আসে না,
কেউ আসে না।
আপনি ছাড়া, আমি ছাড়া,
চেয়ে দেখুন,
আশেপাশে জনপ্রাণী আর কেউ নেই।
ভাবলুম, এ নির্বাসনে আপনি আমার বন্ধু হবেন।
তাই তো এসব গোপন কথা,
কেউ বলে না কারও কাছে,
দুঃসময়ে
ভেতর ভেতর চিরকালই গুমরে মরে
যে যন্ত্রণা
তার কিছু ভাগ নিংড়ে এনে তোমায় দিলাম।

আপনি থেকে-তুমি হলে।
রাগ কী তাতে ? রাগ কোরো না।
বয়সে তুমি অনেক ছোটো আমার চেয়ে।
আর তা'ছাড়া, আমরা যখন আপনজনই,

আপনি তুমি কী এসে যায় ?

চলো, একটু গিয়ে বসি কোথাও।
শেষ কথাটা বসে বসে জিরিয়ে নিয়ে বলাই ভালো।
হ্যাঁ শোনোহে,
আমার কথায় মিছে মিছে
মগজ যেন না হয় ভারী।
আমার যে সব দুর্বলতা,
বাচালতা,
বয়স্কদের ভিমরতি বই আর কিছু নয়,
সজ্ঞানেতে এইটুকুনই ভেবে নিও।
যা বললাম,
মনে যেন একটুও এর না চলে যায়।
সংক্রামক এ ব্যাধির মতো,
সুযোগ পেলে আঁকড়ে ধরে এমন ভাবে,
যেন বিশাল একটা অশ্বত্থগাছ
এই পৃথিবী এতো বড়ো
ছোট্ট একটা ছায়ার মায়ায় জড়িয়ে রাখে।

কথার ফাঁকে এতো কথা
এমনি আসে—না চাইলেও।
যেমন ধরো, জলপ্রপাতই—
কথা কিনা ফুরোয় তারও ?

শূন্যতা এখানে আমার

তবু তো ওরাই আমার বিকলাঙ্গ, স্নেহার্ত সন্তান।
আমার যৌবন সুখ,
প্রথম প্রভাতের দুঃস্বপ্ন,
মধ্যরাতের আর্তনাদ।

আজো কি ভুলতে পারি,
আজো কি ভুলে যাওয়া পাপ নয়,
ওরাই নিষ্প্রাণ কুঁড়ি,
কোনদিন ফুল নয়,
ওরাই আমার ঔদার্য্যের অভাব।

কথা—১

বন্ধ্যা গাছের পাতায় ডালে
ফুল ফুটেছে।
চাঁদপানা ফুল
স্বয়ম্ভূত,
হাড়—হাভাতে।
গন্ধ যে তার নেশার মতো
মন মাতানো
দিক্ ভোলানো।
পাঁজর ভাঙা কান্না যে তার গুমরে মরে.
তবুও হাসে,
লোক দেখানো
শ্রাবণ মাসে
বোধহয় ত্রাসে।

সেই ফুলেরই অশৌচ গন্ধ
সেই সাগরের কূলভাঙা ঢেউ.
এক বাটি বিষ
তারই সমান
সব্বনেশে।
পাঁপড়ি ছেঁড়া নষ্ট মেয়ে
ঢেউ খেলে যায়
চোখের তারায়।
ঠোঁটের কোণের মুচকি হাসি,
কান্না বাসি,
তা হোক তা হোক

কি এসে যায়,
ক'জন বল হৃদয় দিয়ে
ভালোবাসে এমনি আমায় ?

সেই ঢেউ এরই আনন্দ সুখ,
টিলা-পাহাড় এমনি কোরে
সব কাটিয়ে
যায় বেড়িয়ে
ছন্দ তালে।

বিদেশজীবন সঙ্গীবিহীন
আর কে বলে ?
সকাল-বিকেল ফুল তুলে
আর ঢেউ গুনে তো দিব্যি আছি
রাজার হালে।

কথা—২

এই কি আমার বেঁচে থাকা
এমনি ভাবে একা একা
সঙ্গীবিহীন ?

জ্যান্ত হাতে আলসামিরই জাল বুনুনি
হলদে চোখের সব কিছুকে নোংরা দেখা
ক্লান্ত শরীর দিনের শেষে
ঝিমিয়ে পড়া
দীর্ঘকালীন।

রুগ্ন কথায় আকাশ-বাতাস বিষিয়ে তোলা
এমনি কোরে শিশির-বিন্দু মাড়িয়ে যাওয়া
সকাল-বিকেল
চৈত্র মাসের রৌদ্র গোনা
আমার রক্তে একাই আমি
অন্তবিহীন।

সব কিছুকে ভুলে থেকে
একাহারে
অনাহারে
আমার বাঁচার স্বপ্নটা কি
বিশ্বজনীন ?

কথা—৩

আমার ভেতর পাহাড় পাহাড়
শব্দ কি পাও ?
অহংকারের কোন শিখরে সে আজ উধাও
কে জানে তা।

আমার ভেতর জলস্রোতের পুণ্যপ্লাবণ
কান পেতে রও
নির্জনতার কোন আঁধারে হারাবে তা
কখন কেমন ?
নারী-পুরুষ যা খুশী হও
কান পেতে রও।

আমার ভেতর সদ্য ফোঁটা ফুলের বাহার
ঘ্রাণ নিয়েছো ?
অবহেলায় শুকিয়ে যাবার আগেই এসো
যা দিয়েছো সব নিয়ে যাও।

শব্দ আমার
পাথর আমার
ফুলের বাহার উজাড় কোরে তোমায় দিয়ে
একাই উধাও
কোথায় কখন, কে জানে তা !

এ ভাবে যেতে নেই

আমিই আকাশ ছোঁবো,
আকাশের ইচ্ছে নেই আমাকে ছোঁয়ার ?
নাকি মাথার ওপরে থেকে কেবলই সে হাতছানি দেবে !
বিচিত্র শরীর আছে, ধরা যাক,
তাই বলে এতো অহংকার ?
সস্তা প্রাচুর্যে আর কতোকাল নিজেকে ভোলাবে !

ফুলেদের গন্ধ নেবো। কিন্তু তারা কি নেবে না
উৎকট ঘামের গন্ধ, যা আমার সর্বাধিক চেনা,
যে আমায় একা রাখে, সমাজের ভীড় থেকে দূরে
নিঃশব্দে করাত চালায় পাঁজরে পাঁজরে।

আমারই তৃষ্ণা শুধু ? নদীর শরীরে নেই তৃষ্ণার অসুখ ?
প্রতিদিন আমি যাবো, সে রবে কি নিস্পৃহ, স্থির ?
সবিশেষ হাসি নেই, অভ্যর্থনা, কিংবা চাহনি,
আর কতো ছোটো হবো একা একা ভেজাতে শরীর ?

আকাশ, ফুল আর নদীদের ডাকে
কখনো যাবো না আর ভিখিরী পোষাকে।

বলো'তো কি উদ্দেশ্য তোমার ?

এমনি ভাবে অহংকারের দেশে
চাও কি আমায় পৌঁছে দিতে শেষে ?
বিজ্ঞাপনের চতুর্দোলায় চরে
লজ্জা ঘৃণায় মন গিয়েছে মরে।
অনেক কিছুই ছাড়ার মতো কোরে
ধরছি তবু মুঠোয় চেপে ধরে।
বন্ধু সেজে দাঁড়িয়ে যারা আছো,
দেখবো এবার কেমন কোরে বাঁচো
তাদের ছেড়ে যারা পেছন থেকে
সঠিক পথের নক্সা লুকিয়ে রেখে
দিচ্ছে আওয়াজ 'জাহান্নামে চলো'।
চোখের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আলো
এমনি ভাবে কুজ্ঝটিকার দেশে
আর কি পারো পৌঁছে দিতে শেষে ?

নিরর্থক নয়

শব্দের সংসার গড়ে
তোমার সংসার থেকে আলাদা হয়েছি।
তাই বলে অভিমানে ফিরিও না মুখ,
ছোটো খাটো লৌকিকতা কুশলের সুখ
মাঝে-মধ্যে বড়ো বেশী পেতে ইচ্ছে করে।

না হয় মহত্তর ভালোবাসা নেই,
দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞার জোর,
না হয় রোদের আসবাব নেই নিকোনো উঠোনে
তবুও তো বৎসরান্তে একবার ময়দানে দেখা হতে পারে
কিংবা শহীদ মিনারে।

অর্থহীন ?
হোক।
তবু তাতে চাপা পড়ে পীড়নের শোক
কমে আসে সভ্যতার জলছবি দেখার বাসনা
আত্মঘাতী সংগমের সুখ ও সুখের যন্ত্রণা
ভেসে যায় সাংসারিক শব্দের জোয়ারে।
অর্থ আছে ; অর্থ থাকে তাতে।

মায়াবন্দর

মানুষের মন মানুষের স্তব্ধতায় অনবদ্য অহংকার
নিয়ে বেঁচে থাকে।
প্রহরী সজাগ যদি তবে কেন ন্যূজতায় অবসন্ন সব ?
অগ্নিমালা সাক্ষী রেখে এতো ঝড়
কোথা থেকে বয়ে আনে জরার লক্ষণ ?
প্রতিটি শব্দের গতি কোন ভয়ে
এত বেশী পৌরাণিক সাজে সেজে
আসর মাতিয়ে রাখে ?

ওরা বলে যুদ্ধ এলো।
ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্ব উপশম হলে
ভালোবাসা ফিরে আসে।
ফিরে আসে স্নেহ, প্রেম,
কেয়াকুঞ্জে ভরে ওঠে জমি।
নদীর স্রোতের টান বুকের গভীরে নিয়ে
ঘর বাঁধে নতুন মানুষ।
প্রিয় স্বর ফুটে ওঠে ঠোঁটে।
যাযাবর ঐক্য পেলে, শুনেছি, পৃথিবীও গৌরবর্ণা হয়।
মানুষের স্তব্ধতার বাঁধ ভেঙে পড়ে।
চলাচল, হাসাহাসি,
ভালোবাসাবাসির সম্মান
বেড়ে যায় পাহাড় প্রমাণ।
স্বামী ফেরে ঘরে,
অন্য মানুষীর চোখ কুঞ্জের ভিতরে।

কানাকানি কমে আসে মহিলা-মহলে।
ক্রমশঃ সময় গেলে
সম্পর্ক সহজ হয়।
নদীস্রোত কিনে বেচে জীবন-যাপন
ক্ষয় পেতে পেতে
একই সঙ্গে জলে ভাসা কাজে বা অকাজে
যূথবদ্ধ আকাশ-ভ্রমণ শিখে নেয়।

মানুষের মন মানুষের স্তব্ধতায় অনবদ্য
অহংকার নিয়ে বেঁচে থাকে
সেই সুখে।
সেই-ই এক সুখে।

বোধ

১
বর্মে শরীর যতই সাজাও রক্তপাত তো মনের ভেতর
চোখের কোণের কাজল চিরে পুঞ্জীভূত ঘৃণার শেকড়
ঝলসে যখন বেড়িয়ে আসে, ভাঙ্গতে থাকে কথার পাহাড়
দেখবে তখন মেলায় কিনা হরিৎবর্ণা হাসির বাহার।

২
যাত্রা শুরু হলে মাত্রাহীন দীনতার বোঝা
পড়ে থাকে পিছে
সম্পর্ক ধূলায় লুটায়
মিছে রাগ মান-অভিমান
চিঠি বেচাকেনা বন্ধ হলে মৃতের হাসির মতো
পড়ে থাকে ডাকঘরখানি।

৩
আসলে দেহ পোড়াবে এই সুখ নিয়ে
চলে চলে
মৃতদেহ পেয়ে গেছো ভাগ্য ভালো বলে।
এবার তাকে কাঁধে নিয়ে ছোট,
মারো, পোড়াও,
তারই সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা এঁকে দিয়ে
ক্লান্ত ঘুম ঘুম চোখে বলো
"নাঃ, এখনও তেমন শীত পড়েনি
যাতে উত্তাপের জন্য আগুন দরকার।"

৪
যখনই একা থাকি
তখনই
ঘণ্টা বাজে।

যখন অনেকে
তখনই মনটা
মনে মনে
একা হতে চায়।

৫
কাছে কেউ নেই।
যে আছে সে ছায়ার মতো
সতত লম্বা কিংবা খাটো

নির্বাক ; শুধু পায়ে পায়ে চলা
দৃষ্টিহীন, মনেতে অবলা
অকারণে মুষ্ঠি তুলে কুণ্ঠভয় শরীরে ছড়ানো

দূরে যাক্।

সময়ের কাঠি দাঁতে চেপে নিরন্তর অশৌচ পালন
কবে যে ফুরোবে
ছায়ার শরীর ভুলে হেসে হেসে
পাথর কুড়োবে
বন্ধু হবে

৬
এখানে কেউ নেই। `সন্ধ্যা আছে। তারি সাথে
নির্জন বাতাস হু হু শব্দে বয়ে চলে একা ;
কান্না আছে, ব্যথা আছে, চতুর্দশী রাতে
দীর্ঘশ্বাসে জরায়ুর মানচিত্র আঁকা।

সুখে-অসুখে

বসন্তের প্রথম সকালে বেজে ওঠে মাঙ্গলিক সুর
পরিচ্ছন্ন সূর্যের গৌরব
প্রভাতী স্তনের ওষ্ঠে পবিত্র চুম্বন
কিংবা বায়ুতে বায়ুতে প্রেম
নিরাকার অবিন্যস্তবোধ
ভালোবাসাবাসির ওপারে
অজস্র গ্রহের মধ্যে গ্রহমণি সেই একজন
এখনও বিষণ্ন একাকী।

মহাশূন্য তাকে ঘিরে আছে
যেন এক প্রবাসী বান্ধব।
সমস্ত শরীরে মোড়া অযুগ্ম অসুখ
প্রিয়গণ প্রিয়ের অতীত।

দিনগুলি কাটে উপবাসে
উলঙ্গ চোখের তারায় ফুটে ওঠে আর্সেনিক ভয়
যেন এক স্বর্গীয় উদ্যানে
বিবিধ ফসল নিয়ে বেড়ে ওঠে আরেক সংশয়
আরো অবিশ্বাস।
বিস্তর ফাঁকির বিলাস
সবকিছু মিথ্যে কোরে দিয়ে যায়।

আমার চৌদিক ঘিরে সবকিছু তেমনি পড়ে আছে
সব কাজ তেমনি কুমারী
প্রিয় অনুভব সবই আজো নিরুদ্দেশে
স্বার্থান্ধ শবরী।

অথচ তো সবাই কুশল
সকলেই যে-যার-যেমন
মজ্জা-মাংসে-রক্তে শুধু রোগের গুঞ্জন
কেবল আমারই !

একটু সতর্ক থেকো

অতো যত্ন কোরে মৃত্যু চেনা হলে
মানুষেরা চলে যাবে মৃত্যুর অতীতে।
বন্ধ হবে কথা-বার্তা, নষ্ট হবে চোখ, মুখ, হাসি,
চোয়াল কঠিন হবে, চিবুক সন্ন্যাসী।
ঠোঁটে ঠোঁটে অকৃত্রিম বন্ধন ফুরালে
থেমে যাবে পদযাত্রা শৈশবগতিতে।

কে তখন সবচেয়ে বেশী ক্লান্ত হবে ?
কে তখনও রয়ে যাবে অন্তক অসুখে ?
পুরনো বন্ধুর মতো ভালোবেসে
শবদেহ বুকে নিয়ে
কে সেদিন বিনিদ্র কাটাবে ?

তাই তাকে শুনিও না মৃত্যুর গর্জন।
একবার মৃত্যু চেনা হলে
ওরা সব
অনায়াসে চলে যায় মৃত্যুর অতীতে।

প্রাপ্তি

পায়ে পায়ে সে এসেছিলো।
আমি কি তখন শহীদের উদ্দেশে
নীরবতা পালন করছিলুম ?
সে বিরক্ত করে নি, চলে গ্যাছে।

মধ্যরাতেও সে দরজায় কড়া নেড়েছিলো,
তখনও নীরবতা পালন কোরেছি
নিজের আত্মার শান্তি কামনা কোরে।

পরদিনও সে এলো।
যেন কেউ হাতুড়ি পিটলো আমার পাঁজরে।
শব্দতালু বেয়ে নামলো নির্জনতা।
আর একবার নীরবতা পালন করলুম,
এবার তার জন্য।

ফলে নিজের জন্য শেষ পর্যন্ত রইলো
একটা আস্ত শহর এবং ঝিঁ ঝিঁ পোকা।

যে যেখানে

এখানেই বরাবর।
যে যাই বলুক দূরে আর যাওয়া নেই।
পৃথিবীর পাখীদের মতো শূন্যে ঘুরে
হৃদয়ের কাছাকাছি ফিরে আসা ?
ডানা নেই।
অতএব এখানেই।

আমাদের নদী চাই, বায়ু চাই
কর্ষিত জমির মতো প্রিয় মুখ চাই,
ধারালো কাস্তের মতো স্বচ্ছলতা—ঘর
অগত্যা এখানে। বরাবর।

মিথ্যে ভয় পাও।
মিথ্যে ভাবো দূরে আছি।
এতো অল্প শক্তি নিয়ে দূরে যাওয়া নিরাপদ নয়,
একা থাকা নিরাপদ নয়,
অন্ধকারের মতো বিশ্বস্ত আলোক—নিদান
ছুঁড়ে ফেলে পরিত্রাণ নেই।
সুতরাং এখানেই।

এদেশে আকাল এখন

সত্য বটে,
তোমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বহুরাত বিনিদ্র কেটেছে
কুমারী চোখের জল গুঁড়িয়েছে পাঁজরের হাড়
ধারালো দন্তমূলে চিত্রবৎ বিস্মিত সংসার
একদা কৈশোর কালে মৃদুহাস্যে হৃদয় ছুঁয়েছে।

নদীতটে—মনে নেই ?
তোমার পায়ের কাছে অবনত সূর্যের মুখ
প্রতিটি সন্ধ্যায় মুদ্রাদোষে ক্ষমা চেয়ে নিত
যথারীতি ভুলে গিয়ে অক্ষম পৌরষের সুখ
স্বপ্নের করাত দিয়ে সযত্নে শরীর ভেজাতো।

স্মৃতি আছে।
তা বলে কি সহজেই ভুলে যাব
স্মৃতির কংকাল
দীর্ঘশ্বাস আসে যায় ;   তোমার চোখেতে তার চোখ
যত মিতভাষী তুমি, সে তখন ততটা বাচাল।
তোমার হাসির আড়ালে মৃদু হেসে সময়স্মারক
হতে হতে মাংসপিণ্ডাকারে একদিন লেগে থাকে পায়ে,
বন্ধ হয় হাঁটা, চোখ অন্ধ হয়,
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার সময়
কমে কমে আসে ;   পেশীতে সংকোচ জমে,
আঙ্গুলে আতঙ্ক ;   অঙ্গুরীয় বিনিময় বন্ধ থাকে
মাসাধিকাল
প্রিয়ে, এদেশে এমনই আকাল।

যাকে ফিরে ফিরে চাবো

কী এমন দেখে চোখ ফিরে আসে বুকের গুহায়।
চারপাশে পড়ে থাকে মাঠ—দিগন্তবিলীন,
ছোটোখাটো মৈথিলী পাহাড়,
চঞ্চল বনবীথি ভেদ কোরে বয়ে চলে পূরবী গতিতে
নদী দেখে মনে পড়ে সিঁথি রং তেমনই অম্লান,
কুমারী প্রদেশ থাকে আরো দূরে উজ্জ্বল ধূপের সমান ;

কী এমন সুখে
উত্তুরে হাওয়ার বীণা বেজে ওঠে বৈজয়ন্তী রাগে।
জরুরী খবর সব বয়ে নিয়ে উড়ে আসে
নদীর ভাঙ্গন,
মুহূর্ত সরব হলে ভাঙাচাঁদ অনাত্মীয় লাগে।

মানুষ আশ্বস্ত হয় এই হাসি এলে
সুরের আদলে।
প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ে চরম উচ্ছ্বাসে,
ভেঙে পড়ে নিয়ম- কানুন, মান-অভিমান,
সাতরঙা জীবন-যাপন। কথার বিমান
মাটি ছাড়া পুষ্পক চেনে না কখনো।

এসব মুহূর্ত ভেঙে সহজে পৌঁছোনো যায় অনাদি মুহূর্তে
যেখানেতে বেঁচে বর্ত্তে থাকেন ঈশ্বর।

স্বভাব বিষয়ক

১

এইভাবে পথে-ঘাটে আজকাল
অনেকের সাথে দেখা হয়,
ইনুর পিসী, বীরু কাকা ইত্যাদি ইত্যাদি…
তাঁরা প্রত্যেকেই হাসেন,
এমনভাবে সকলের কথা জানতে চান
যে সাক্ষাৎ আমিই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়ি।

অথচ মধু শিকদার
আমাদের সেই পুরোনো প্রতিবেশী,
যখন জানতে চাইলুম তার কাছে,
"নীরু ভালো" ?
পাকা জামরুলের মতো দাঁত ফাটিয়ে জবাব এলো
"নাহে, আমার বাতের ব্যাথাটা আবার বেড়েছে।"

২

ভাবছি, একদিন বলেই ফেলবো
"আমায় নিয়ে যেখানে সেখানে হাসাহাসি কোরলে
ব্যাস, এখানেই শেষ।
আমি তো কারণ নই,
তোমরা যাকে কারণ বলে মনে মনে মানো
সে তোমাদের কাছেই থাকে।
একবারের জন্য আঁচল উড়িয়ে দাও বাতাসে,

চোখের পাখীকে ছুটিয়ে দাও যেখানে খুশী,
বেশ দেখতে পাবে—
শরীরের ফাঁকে ফাঁকে কেমন পরতে পরতে
ধুলো এসে পড়েছে
যা ফু' দিলেই পালিয়ে যায়।"

উপহার

কথা মতো,
তোমাদের সবাইকে একটা কোরে উপহার দিয়ে যাবো
যাকে আস্তাকুঁড়ে রাখা যায়, একপেয়ে তক্তার আড়ালে
কিংবা বৈঠকখানায়। যেমন আসবাব থাকে।
যার বুকে রাখা যাবে চায়ের পেয়ালা,
জলের গ্লাস ; প্রয়োজনে যার সঙ্গে মিথ্যে বলা চলে,
স্বামীকে সাক্ষী রেখে যার ঠোঁটে এঁকে দেওয়া
যাবে ষোড়শীচুম্বন
যা মুখ বুজে মেনে নেবে অসময়ে তোমাদের
ঘুমের অভ্যেস, হাই তোলা, শরীরের প্রদর্শনী,
দৈনন্দিন প্রসাধন, মদ, বন্যাত্রাণ ও বিপ্লব।

না, এ এমন পাণপাত্র নয়,
তোমার চোখের জল যাতে ধরে রাখা যাবে।
এ এমন কল্পতরু নয়,
যার কাছে ভিক্ষে চেয়ে মিটে যাবে সংগমের সুখ।
বড় জোড় বলতে পারো কি তোমার গোপন অসুখ
শৈশব অবধি যা একা একা বহন করেছো।
তেমন অপ্রিয় সত্য যা তুমি কখনো বলোনি
ক্রুশবিদ্ধ হবে বলে।

সন্তানের কানে এতকাল যে মন্ত্র ঢেলে
তাকে বধির করেছো
নির্ভয়ে তার নির্ভুল উচ্চারণ তুমি এর কাছে
কোরে যেতে পারো।

তারপর, নিরাপদ উচ্চতা থেকে তাকে ফেলে দিও।
কথা দিচ্ছি, সে গুঁড়িয়ে যাবে।

বস্তুত যা

বস্তুত মানুষ নই,
তাই কোনো মানবিক সিদ্ধান্ত নিলে
অহংকারে ফুলে ওঠে বুক,
প্রগল্‌ভ জিহ্বার আড়ালে
গোপনে গোপনে বাড়ে মনের অসুখ।

বস্তুত স্বেচ্ছাচারী, ক্লীব ও ইতর,
তাই সব কাজ ফেলে উচ্চাবচ কথার ভিতর
অজ্ঞাতবাসের ইচ্ছে দিনে দিনে তীব্রতর হয়;
উদাসীন বয়ে চলে উত্তাল সময়।

বস্তুত মানুষ নই। তাই তাতে-শরীর ভেজালে
অস্ত্রের আওয়াজ ওঠে কাব্যের আদলে।

পরিণতি

ভালোবাসার পাশে আছে ঘৃণা।
যতটুকু জানি, তারও বেশী কিছু রয়েছে অজানা।
সুতীব্র-ইচ্ছার মাঝে তীব্রতর অনিচ্ছার বোধ
চোখের সামনে থেকে কেড়ে নেয় সব দৃশ্যাবলী
সব স্মৃতি. সব স্বপ্ন, জীবনের সব মাত্রা জ্ঞান,
সময়ের কাঠঠোকরা সশব্দ চুম্বনে
কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে চাহিদার সমস্ত সম্মান।

অকস্মাৎ মুদ্রাদোষ বেড়ে যায়
বিনিময়ভাব,
মনের ওপরে পড়ে আরও ছোটো মনের প্রভাব।

এইভাবে মানবিক হতে গিয়ে আরো বেশী ক্ষুদ্রমনা হওয়া
সাধারণ জ্ঞান বলে সুখ, কোনক্রমে বেঁচেবর্তে যাওয়া।
অতঃপর পরে থাকে বেদনার স্পষ্ট প্রতিভাস
নীরব সন্ত্রাস।

এদিকে ফেরাও মুখ

আমায় দেখনি চেয়ে
তাই এতো উৎকণ্ঠা ও ভয়
তাই এতো অস্থিরতা
পলে পলে এমন সংশয়।

এদিকে ফেরাও মুখ
চোখে রাখো চোখ
অন্যদিকে কেবল অসুখ
প্রেম ও প্রীতির মড়ক।

সব প্রেম আছে এইখানে
এই চোখ ঠোঁট ও রেখায়
চিরকাল রয়ে অন্যমনে
দেখনি তা কিসের আশায়
অবহেলা অপমান ভুলে
ডুবে আছে হৃদয়ের তলে।

এখন আর কোনো কথা নয়
শুধু দেখা কেমন বিস্ময়
কত ছলে মনের ভেতরে
হাঁসে কাঁদে দেহের ওপরে।

এইসব দেখা সাঙ্গ হলে
সাঙ্গ হয় অস্থিরতা ভয়
কেটে যায় সকল সংশয়!

ভয়ে-নির্ভয়ে

ইচ্ছে যেটা সেটা বলাই ভালো
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে হৃদয়ে অগোছালো ।
তোমার বুকে লুকিয়ে রেখে মুখ
চাইতে গিয়ে একটুখানি সুখ
ভীষণ-ভয়ে পালিয়ে বাইরে আসা—
একেই বুঝি বলে ভালোবাসা !

তার মানেই, সবার প্রতি ঘৃণা
বিহ্বলতায় বন্ধু-শত্রু চেনা
কঠিন হওয়ায় তীব্র অবিশ্বাসে
আসন খোঁজা নির্জনতার পাশে ।

তখন আমার ক্লান্ত চোখের কোণে
যদি নামে সর্বনাশের ছায়া,
কাছে এসো নিজের মনে মনে
করতে কিছু নীরব দেওয়া নেওয়া ।

অচল রেখে চোখের ওপর চোখ
পায়ে পায়ে নিবিড়ভাবে চলা,
সাঙ্গ হলে সব হারানোর শোক
শুরু হবে সহজ কথা বলা ।

বৃদ্ধি—বৃত্তি

মনে হয় এতদিন বড়ো বেশী ভিতরে ছিলাম,
সেই ফাঁকে হয়ে গেলো সুচতুর বুদ্ধির নিলাম।
বুদ্ধি তো বৃত্তি নয়, সে তো যাবে প্রদীপের কাছে,
যেখানে সংগোপনে অঙ্গুরীয় হৃদয় ছুঁয়েছে।

বাতাসে শক্তি আছে, আছে সহিষ্ণুতা
পর্যাপ্ত বিশ্বাস আছে ; গোপনীয় কথা
কখনো ভুলেও সে নেবেনা শ্মশানে,
শবদেহ বৃক্ষ নয়—এটুকু সে জানে।

বুদ্ধি তো বাতাস নয় ; অত কষ্ট কখনো সহে না,
অমন সহজে তাই বিশ্বাসে সে দিয়েছে যাতনা।
সেওতো মেঘের মতো দামে দামে আকার বদলায়
কখনো বুকের কাছে, অতর্কিতে দূরে চলে যায়।

কখনো ঝিনুক হয়ে ঘোরে ফেরে সমুদ্র সৈকতে।
বৃত্তি নিয়ে কাছে আসে হৃদয়ের পাথর নাড়াতে,
বৃত্তি পেলে দূরে যায়। দেখিনি কেমন আগাম
সাঙ্গ হয় বেচা-কেনা ; এতদিন বড়ো বেশী ভিতরে ছিলাম

যাকে জানা গেলো

কাছে এলে বুঝলুম, সে নারী।
দূরে দেখা—
আবছা নীলে জড়ানো শরীর।
কপিকলের মতো ভারী নিতম্ব ঘুরিয়ে
ভূগর্ভের অন্ধকার থেকে সে নিয়মিত
পাঁক তুলে আনে
অথবা খনিজ।

এতদিন অস্পষ্ট ছিলো তার নাক, মুখ,
চোখের কাজল ও কালি,
আদিম স্থাপত্যের মতো স্থবির ছিলো
তার আকর্ষণ।
তাই ডেকে ডেকে ডেকে……
শেষ পর্যন্ত নেহাতই অভিমানে
সে আদিবাসী হয়ে গ্যাছে।
ইদানীং রমণপ্রিয় ঈশ্বরও তাকে আর
সাহস কোরে কাছে ডাকেন না।
কদাচ বলেন যা—
সহবাসে স্পষ্ট হয় হাসি, চোখ, মুখ,
ঠোঁট ও চিবুক,
কিংবা গর্ভপাতে মুদ্রাময় প্রেম,
তার নাভিমূলে সুখ রেখে রেখে
বহুকাল হোলো তিনি নপুংসক

কাছে এলে সে সহজেই অনাবৃত হয়।
কপিকলের মতো ভারী নিতম্ব ঘুরিয়ে
আমার শরীর থেকে নিয়মিত পাঁক তোলে,
পাকদণ্ডী ঠোঁট দিয়ে টেনে নেয় ভূগর্ভস্থ বিষ।
প্রতিদানে,
আমাকেও মেনে নিতে হয়,
সেই-ই নারী—

আমার উন্মাদ প্রেম তারই জন্য প্রতীক্ষায় আছে।

এখনও যা বাকী

আমি এই অনন্ত চাওয়ার কথা
কাউকে বলি না.
তবু আশ্চর্য, সকলেই বোঝে।
আমার ভালো না থাকার কথা
আমি জানাই না কাউকে,
তবু দ্যাখো, সকলেই টের পায়।
ঘৃণা ও ভালোবাসার খবর সযত্নে চেপে যাই,
তবু কেমন কোরে যেন একদিন সকলেই সব জেনে ফ্যালে।
যতই বলি 'ভালো আছি, খুশী'
তবু আমার গোপন ভ্রূকুটি কারও দৃষ্টি এড়ায় না।
বুভুক্ষু শব্দস্রোত ও স্রোতের শব্দ
সকলেই আড়িপেতে শোনে।
যা যা চাই না
তবু একদিন ঠিক ঠিক তাই ঘটে যায়।

আজকাল মনে হয়, যাক—
যা ঘটে ঘটুক।
সকলেই সকলকে, যতই আড়াল কোরে রাখা হোক
একদিন ঠিক চিনে নেবে।
তাই আজ বরঞ্চ আমরা অনন্ত চাওয়ার কথা বলি।
কি কাজ আমাদের অসুখ গোপন কোরে ?
ঘৃণা ও ভালোবাসার খবর, এসো,
সমস্ত ঘরে ঘরে পৌঁছে দিই ;
যে ব্যক্তিগত ভ্রূকুটি আমি ছাড়া সকলেই দ্যাখে,

মাতৃগর্ভ থেকে ছিঁড়ে এনে
আমরা প্রত্যেকে একবার তার মুখোমুখি হই।

এতদিন দীর্ঘশ্বাস আমাদের অনেক খবর বহন করেছে।
আর তাকে ভারাক্রান্ত কোরে লাভ কি ?
পরস্পরের চোখের দিকে চাইতে না পারলে
আমাদের জীবনে শান্তি ও জলাশয়ের প্রয়োজন
কোনদিনও কি ফুরোবে ?

যাওয়া-আসা

ভালোবাসা জানাতে কাছে আসিনি।
অথবা দূরে সরে গেছি বলে ভেবো না
তোমায় ঘৃণা করি।

কাছে এসেছিলুম আমন্ত্রণ জানাতে,
বহু যত্নে একটা বাগান করেছি।
একদিন সময় কোরে দেখে এসো।

দূরে সরে আছি।
কেন না—
স্রষ্টা তার সৃষ্টি থেকে অনেক তফাতে থাকেন।
তিনি দৃশ্য হলে
আমরা এমন নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে
তাকে কি ভোগ করতে পারতুম ?

কেউ ফেরে, কেউ ফেরে না

অনেকেই বেড়াতে যায়।
কিন্তু কেউ ফেরে
কেউ ফেরে না।

কেউ পাহাড়ে উঠলে
অনায়াসে সমতলে নেমে আসতে পারে।
আর কেউ একবার উঠলে নিজেই পাহাড় হয়ে যায়।

তখন তার কোনো কিছু বেয়ে ওঠবার
ক্ষমতা থাকে না।
বরং অন্যেই তার শরীর বেয়ে ওঠে!
তখন তার নিজেকে ভাঙবার উপায় থাকে না
ফলে তাকে ভাঙতে অন্যকেই গাঁইতি চালাতে হয়।
তখন তার অপরের সঙ্গে বাক্যালাপ নিষেধ।
অতএব, নিজের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কে
তাকে সঙ্গ দেবে?
তখন সে কারুর গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারে না
বরং অন্যেই নুড়ি-পাথর নিয়ে তার সঙ্গে খুনসুটি করে।

এ জগৎ টিঁকে আছে তাঁদের জন্যই
যাঁরা পাহাড়ে উঠলে
স্বচ্ছন্দে নীচে নেমে আসতে পারেন।
পৃথিবীকে ছবির মতো সুন্দর, পবিত্র ও নিখুঁত
দেখার লোভ যাঁরা অনেকটাই
কাটিয়ে উঠেছেন।

বৈচিত্র্য

কারো মুখে হাসি, চোখ পাথর,
কারো হাসি চোখে, মুখ অনালাপী,
কারো হাত ঊর্দ্ধমুখী, কারো হাত ছুঁয়ে আছে মাটি
কারো চুল অবিন্যস্ত, কারো বা নিখুঁত, পরিপাটি।

কেউ হাঁটে নিঃশব্দ পায়ে, অর্থময় প্রতি পদক্ষেপ
কারো কোনো চলাফেরা নেই, শুধু আছে লক্ষ্যের গৌরব
সঠিক সংকেত কেউ ফিরি করে নির্বীর্য গর্জনে
কেউ জেনেও জানে না, কেউ কেউ না জেনেও জানে।

অনেকেই অনস্তিত্বে আছে, কেউ আছে শব্দের আতরে,
কারো চোখ গৃহকোণে ফেরে, কারো চোখ পাথরে পাথরে।

সময়—অসময়

সকলে এক এক করে হেরে গেলো।
যাদের জেতবার কথা ছিলো
তারা এক এক করে হেরে গেলো।
যাদের চলবার কথা ছিলো, তারা থমকে দাঁড়ালো
যাদের এখনো অনেক বক্তব্য ছিলো, তাদের মুখে নামলো মৌনতা
যাদের উল্লাসে ফেটে পড়বার কথা ছিলো, তারা নির্বাক চেয়ে রইলো
আকাশের দিকে

যারা শপথ নিয়েছিলো কখনো বোকা বনবে না
ভয় পাবে না
লজ্জা পাবে না

এবার তাদের সত্যিই বোকা মনে হোলো
ভীত মনে হোলো
লজ্জিত মনে হোলো
যারা জীবনে কাঁদবে না ভেবেছিলো
এবার গোপনে চোখের জল মুছতে তারা এক এক করে
মুখ সরিয়ে নিলো।

এখন এমনই সময়।

অন্যদিকে আর একদল, দেখো,
শিক্ষা নেবার বদলে মানুষগুলোকে ব্যঙ্গ কোরছে
শপথ নিচ্ছে যাতে কখনো হেরে যেতে না হয়
গায়ে এমন পোশাক চাপাচ্ছে
যা দেখে কেউ তাদের বোকা না ভাবে
এমনভাবে আষ্ঠেপৃষ্ঠে নিজেকে বাঁধছে
যেন নতজানু হতে মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে
যেন চোখের জল টুকরো টুকরো পাথর হয়ে
অন্য মানুষের চলার পথের উপর ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এখন এমনই দুঃসময়।